তারিখ ... 8 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ......

সংবাদ

প্রাইভেট কোচিংয়ে জড়িত শিক্ষকদের তালিকা হচ্ছে

ব্যবস্থা নেয়া হবে তো!

দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট কোচিং করান এবং কোচিং সেন্টারে পড়ান তার একটি তালিকা তৈরির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে স্থায়ী কোচিং সেন্টারের ঠিকানা, মালিক এবং পরিচালকের তথ্য সংগ্রহ করে মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার জন্যও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছেন, কিছু শিক্ষক তাদের নিজেদের শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দেয়ার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছেন। দুর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁস, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া, ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট কোচিংয়ে বাধ্য করা, প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা প্রভৃতি হীন অসৎ কাজ করছেন এসব শিক্ষক। এর ফলে শিক্ষার আসল শক্তি শিক্ষকদের মর্যাদা হেয়প্রতিপন্ন হয়েছে। শিক্ষকদের মর্যাদা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।

দেরিতে হলেও উদ্যোগটি যে নেয়া হয়েছে, সেটি প্রশংসনীয়। এই উদ্যোগটি আরও আগে নেয়া উচিত ছিল। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী যে বক্তব্য দিয়েছেন, তার সঙ্গে আমরাও একমত। তিনি যেসব সমস্যা তুলে ধরেছেন সেগুলো গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ফেলছে। প্রাইভেট কোচিংয়ের বিরুদ্ধে অনেক দিন ধরে কথা হচ্ছে কিন্তু বন্ধ করা যাচ্ছে না। দীর্ঘদিন ধরে প্রাইভেট কোচিংয়ের নামে এক ধরনের বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষকরা। এছাড়াও শিক্ষার্থীদের নোট বই ও গাইড বই কিনতেও বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, এখনও সময় আছে দুর্নীতি, প্রশ্ন ফাঁস, টাকার বিনিময়ে পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়া, ক্লাসে না পড়িয়ে প্রাইভেট কোচিংয়ে পড়তে বাধ্য করা, প্রাইভেট না পড়লে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি করা ইত্যাদি বন্ধ করার। এতে শিক্ষার্থীদের যেমন ক্ষতি হচ্ছে তেমনি শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করছে একশ্রেণীর শিক্ষক। প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করাতে হবে। যেসব শিক্ষক প্রাইভেট কোচিংয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের তালিকা করা হচ্ছে। তালিকাটি যেন মাঝপথে থেমে না যায়। তালিকায় যাদের নাম থাকবে সেই সব তথাকথিত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। এরা যেন পুনরায় প্রাইভেট কোচিং করাতে না পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

আমরা মনে করি প্রাইভেট কোচিং থেকে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের ফেরাতে হলে শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও সম্মানজনক ও বাস্তবসম্মত পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে।